

প্রভাতী

কাজী নজরুল ইসলাম

ভোর হোলো দোর খোলো
খুকুমণি ওঠ রে!
ঐ ডাকে জুঁই-শাখে
ফুল-খুকী ছোট রে!
খুকুমণি ওঠ রে!
রবি মামা দেয় হামা
গায়ে রাঙা জামা ঐ,
দারোয়ান গায় গান
শোনো ঐ, 'রামা হৈ'
ত্যাজি নীড় ক'রে ভিড়
ওড়ে পাখী আকাশে,
এন্টার গান তার
ভাসে ভোর বাতাসে!
খুলি'হাল তুলি' পাল
ঐ তরী চললো,
এইবার এইবার
খুকু চোখ খুললো!

(আংশিক)

মামার বাড়ি

জসীম উদ্দীন

আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা,
ফুল তুলিতে যাই
ফুলের মালা গলায় দিয়ে
মামার বাড়ি যাই।
মামার বাড়ি পদ্মপুকুর
গলায় গলায় জল,
এপার হতে ওপার গিয়ে
নাচে চেউয়ের দল।
ঝড়ের দিনে মামার দেশে
আম কুড়াতে সুখ
পাকা জামের শাখায় উঠি
রঙিন করি মুখ।
কাঁদি-ভরা খেজুর গাছে
পাকা খেজুর দোলে
ছেলেমেয়ে, আয় ছুটে যাই
মামার দেশে চলে।

(আংশিক)

মনে পড়া - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হবুচন্দ্র রাজার

মাকে আমার পড়ে না মনে।

শুধু কখন খেলতে গিয়ে

হঠাৎ অকারণে

একটা কী সুর গুনগুনিয়ে

কানে আমার বাজে,

মায়ের কথা মিলায় যেন

আমার খেলার মাঝে।

মা বুঝি গান গাইত, আমার

দোলনা ঠেলে ঠেলে;

মা গিয়েছে, যেতে যেতে

গানটি গেছে ফেলে।

মাকে আমার পড়ে না মনে।

শুধু যখন আশ্বিনেতে

ভোরে শিউলিবনে

শিশির-ভেজা হওয়া বেয়ে

ফুলের গন্ধ আসে,

তখন কেন মায়ের কথা

আমার মনে ভাসে?

কবে বুঝি আনত মা সেই

ফুলের সাজি বয়ে,

পূজোর গন্ধ আসে যে তাই

মায়ের গন্ধ হয়ে।

মাকে আমার পড়ে না মনে।

শুধু যখন বসি গিয়ে

শোবার ঘরের কোণে;

জানলা থেকে তাকাই দূরে

নীল আকাশের দিকে

মনে হয়, মা আমার পানে

চাইছে অনিমিত্তে।

কালের 'পরে ধরে কবে

দেখত আমায় চেয়ে,

সেই চাউনি রেখে গেছে

সারা আকাশ ছেয়ে।

অন্নদাশঙ্কর রায়

হবুচন্দ্র রাজার ছিল

হাতী হাজার হাজার ছিল

ঘোড়া হাজার হাজার ছিল

হবুচন্দ্র রাজার।

হবুগঞ্জ বাজার ছিল

দোকান হাজার হাজার ছিল

পসার হাজার হাজার ছিল

হবুচন্দ্র রাজার।

গবুচন্দ্র ওয়াজির ছিল

নবুচন্দ্র নাজির ছিল

অবুচন্দ্র কাজী ছিল।

হবুচন্দ্র রাজার।

মোটা লোকের সাজা ছিল

রোগা লোকের খাজা ছিল

প্রজারা সব তাজা ছিল

হবুচন্দ্র রাজার।

পাই পয়সা খাজনা ছিল

দুধভাত মাগ্না ছিল

ঘাম ঝরানো মানা ছিল

হবুচন্দ্র রাজার।